দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২১ APR 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

ঝরে পড়া রোধে স্কুল ফিডিং অগ্রাধিকার পাচ্ছে

● রাজধানীর ৬৬৮ স্কুলে কার্যক্রম শুরু

● ৮০ উপজেলায় ৮শ' কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হবে

॥ নিজামুল হক ॥

ঝরে পড়া রোধ, শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির সংখ্যা বাড়ানো এবং ভর্তির হার শতভাগ করার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে জোর দিচ্ছে সরকার। স্কুলের এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সরকার রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে ঝরে পড়া রোধে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই আসে দরিদ্র কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। অনেক ক্ষেত্রে তারা বিদ্যালয়ে আসে অভুক্ত অবস্থায়। এতে দীর্ঘ সময় স্কুলে অবস্থান করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে ওঠে। খাবার না খাওয়ায় দেখা দেয় পুষ্টির অভাব। পুষ্টির অভাবে তাদের শেখা ও মনে রাখার ক্ষমতা দুটোই কমে যায়। ফলে একদিকে শিক্ষার গুণগত মান অর্জিত হয় না, অন্যদিকে শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তর শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী (১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঝরে পড়া রোধে

(১৬ পৃঃ পর)

দেশে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই ঝরে পড়ে।'

সূত্র জানায়, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সরকার রাজধানীর প্রাথমিক স্তরের ৮৩ হাজার শিক্ষার্থীকে স্কুল চলাকালীন সময়ে পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট বিতরণ শুরু করেছে। ডেমরা, মতিঝিল, ধানমন্ডি, মিরপুর, গুলশানের দরিদ্র অভিভাবকের সন্তানদের মাঝে এ বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও পরিচালিত ৬৬৮টি স্কুলকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও ফিডিং কার্যক্রমের প্রকল্প পরিচালক বাবলু কুমার সাহা ইত্তেফাককে বলেন, শুধু গ্রামে নয়, রাজধানীতেও লক্ষাধিক দরিদ্র পরিবারের সন্তান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তারা কী কষ্টের মধ্যে লেখাপড়া করছে তা না দেখলে বুঝা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার রাজধানীতে ফিডিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এসব শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন ৭৫ গ্রাম পুষ্টি সমৃদ্ধ ভিটামিন ও খনিজ লবণযুক্ত বিস্কুট দেয়া হয়। এ বিস্কুটে ৩৩৮ কিলোক্যালরি খাদ্য শক্তি আছে বলে তিনি জানান।

এছাড়া সরকার দেশের ৬টি বিভাগের ১০টি উপজেলার দরিদ্র এলাকা এ কার্যক্রমের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঐ উপজেলাগুলোর ২ লাখ শিশু এ কার্যক্রমের আওতায় আসবে। এ কর্মসূচি চলতি বছরের জুলাই-আগষ্ট মাস থেকে শুরু হবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

এছাড়া দেশের ৮০ উপজেলাকে এ কর্মসূচির আওতায় আনার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। অচিরেই এ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হতে পারে। এ কাজে সরকারের ব্যয় হবে ৮শ ১ কোটি টাকা। বিস্কুটের পাশাপাশি কলা, রুটি বা ডিম দেয়া হবে। দেশের দরিদ্র এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে ফিডিং কার্যক্রম চালানো হবে বলে শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির আর্থিক সহযোগিতায় গাইবান্ধা, কিশোরগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার ১৭টি উপজেলায় ৬ লাখ শিশুর মাঝে এ কার্যক্রম চলছে। ক্লাস শুরুর পর প্রথম ক্লাসেই বিস্কুট বিতরণ করা হয়। পার্বত্য এলাকার তিন জেলার প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের ৪ হাজার ৪৪০ শিশুকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের সিডর এলাকায় ফিডিং কার্যক্রম চলছে। আগামী জুন মাসে এ কার্যক্রম শেষ হবে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সিডর এলাকায় এ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত। এ কার্যক্রম বন্ধ করা হলে স্কুলে অনুপস্থিতির সংখ্যা বাড়বে।

জাতিসংঘের বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি হতে জরুরি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির মধ্যে ১৯৭৪ সালের ২ অক্টোবর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। ফিডিং কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।